সংবাদ

তারিখ ... 07 APR 2007 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

সার্কের 'দিল্লি ঘোষণা' এ অঞ্চলে সহযোগিতার পথ খুলে দেবে

প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ নয়াদিল্লিতে সদ্যসমাপ্ত চতুর্দশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনকে 'ফলপ্রসূ' ও 'পদক্ষেপমুখী' বর্ণনা করে বলেছেন, বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের বিপুল জনগোষ্ঠীর উন্নত জীবনমান অর্জনে আঞ্চলিক ফোরামটির ঘোষিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের পথে এখন গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হবে। বাসস।

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের চতুর্দশ শীর্ষ বৈঠক শেষ হওয়ার পরপরই বাসসের প্রধান সম্পাদক জগলুল আহমেদ চৌধুরীর সঙ্গে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ফোরাম এখন কথামালা থেকে বেরিয়ে এসে বহুমুখী আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির দিকে বেশি করে এগিয়ে চলেছে, যা সুখী ও প্রাণবন্ত দক্ষিণ এশিয়া গড়ার সম্মিলিত প্রয়াসকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ এ অঞ্চলের আট রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের দু'দিনব্যাপী সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে দেশে ফিরে এসেছেন।

অনুষ্ঠানিকতা ও জাঁকজমকের মাত্রা কমিয়ে সম্মেলন এবার ছিল কার্যকরিতামুখী। এটা এই ইঙ্গিতই স্পষ্ট করে তোলে যে, তৃতীয় দশকে সার্ক বেশি বেশি করে জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণ ও উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

প্রধান উপদেষ্টা শীর্ষ সম্মেলনের ফলাফলকে 'খুবই ইতিবাচক' এবং 'ব্যাপক আশাপ্রদ' উল্লেখ করে বলেন, সম্মেলনে গৃহীত ৩০ দফা 'নয়াদিল্লি ঘোষণা' উদ্ভাবনী ধ্যান-ধারণা সংবলিত বিপুল আর্থ-সামাজিক সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করেছে।

তিনি বলেন, 'আমরা কর্মসূচিকে আশু ও দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে

পথ : পৃষ্ঠা: ১১ ক: ৫

পথ : খুলে দেবে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

কোন চেষ্টাই বাদ দেব না, আর শীর্ষ সম্মেলনে এ লক্ষ্যে দৃঢ়প্রত্যয়ও ঘোষিত হয়েছে।

২২ বছরের দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) ঘটনাবিজড়িত ইতিহাসের বছরগুলোতে কখনও সঞ্চারিত হয়েছে আশা, কখনও হতাশা।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, প্রধানত পারস্পরিক সন্দেহে ভরপুর উত্তেজনা-তাড়িত এ অঞ্চলে এমন একটি ফোরামের উত্থান ও অবস্থান একদিকে যেমন আশার সঞ্চার করেছে, অন্যদিকে সার্ক ধারণাসমূহের ধীর-অগ্রগতির কারণে হতাশার বিস্তার ঘটেছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ড. ফখরুদ্দীন আহমদ ১৪০ কোটি মানুষের এই অঞ্চলটিকে একটি সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন, রাতারাতি এ অবস্থার পরিবর্তন হবে না, তবে কর্মমুখী পরিকল্পনা নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার মাধ্যমে অবশ্যই দক্ষিণ এশিয়াদের অবস্থা বদলে দেয়ার ক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

বিশেষ করে চতুর্দশ শীর্ষ সম্মেলন প্রসঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, খাদ্য, নিরাপত্তা, জ্বালানি, পানি ও পরিবেশ- এই চারটি খাতকে সার্কের জন্য অতি জরুরি খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই খাতগুলোর পরিচালনার ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আনার ব্যাপারে সহমত হয়েছে।

তিনি বলেন, সম্পদের সীমাবদ্ধতা এই অঞ্চলকে অচল করে রেখেছে এবং এখন বাইরের বিশ্বের সঙ্গে এই ধরনের সহযোগিতা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গড়ে তোলা হবে।

যৌথ দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারে উদ্দীপ্ত হয়ে সদস্য দেশগুলোর দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বিশ্বব্যাংকের কাছে পানি ও জ্বালানি খাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে সহযোগিতার আবেদন জানানো হয়েছে বলে তিনি জানান।

এ ধরনের কর্মসূচি কার্যত এই অঞ্চলের জ্বালানি ও খাদ্য সঙ্কটের দেশগুলোকে সহায়তা করবে এবং সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ খাতে তাদের ঘাটতি পূরণ করতে পারবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।